অধিকতর সময় নেকীতে অতিবাহিত করার উপায়

09-December-2021

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। **ফতোওয়ায়ে শামীতে** বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ فِيْ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ لَمْ يَمُتْ حَتّٰى يَرٰى مَقْعَدَهٗ مِنَ الْجَنَّةِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার প্রতি একদিনে এক হাজারবার (১০০০) দরূদ শরীফ পাঠ করবে,

সে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরন করবে না, যতক্ষণ জান্নাতে নিজের স্থান দেখে নিবে না। (আত তারগিব ওয়াত তারহিব, ২/৩২৬, হাদীস ২৫৯০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। (জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস ১২৮৪) **হে আশিকানে রাসূল!** প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলম শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালিন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের নিকট পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকের এই ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে একদিকে তো নেকী করা খুবই কঠিন ও গুনাহ করা খুবই সহজ হয়ে গেছে, আর অপরদিকে মানুষের কাছে নেকী করার সময়ও নেই এবং রাতদিন জীবন ধারণের চিন্তা ও বেশি পরিমাণে সম্পদ উপার্জনের ধ্যানেই অতিবাহিত হয়ে যায়।

সংক্ষিপ্তভাবে বললে এটাই বলা হয়, দিনে কাজকর্ম থেকে অবসরও পাওয়া যায়না আর রাতে ঘুম চলে আসে তাই বালিশে মাথা রেখে লম্বা হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। একই ধারায় জীবন অতিবাহিত করে চলছে, অতঃপর অজুহাতও হাজারো, রিযিকও তো উপার্জন করতে হবে, যদি রাতে না ঘুমাই তবে দিনে কাজ কিভাবে করবো, কাজ না করলে

তবে টাকা কোথেকে আস? সন্তানদের কি অবস্থা হবে? পরিবারের কি হবে? বড় বড় শাহী চাহিদা কিভাবে পূরণ করবো? মোটকথা চারিদিকে একটি মহা কান্ড, এখন এই মহা কান্ডের মধ্যে অধিকহারে নেকীতে কিভাবে অতিবাহিত করতে পারবে, আজকের বয়ানে আমরা اِنْ شَآءَ الله এর পদ্ধতি শিখার চেষ্টা করবো। **আল্লাহ পাক** আমাদের সবাইকে সম্পূর্ণ বয়ান মনোযোগ সহকারে শুনে ইলমে দ্বীন শিখে এর উপর আমল করার তৌফিক দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হযরত রাবেয়া বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا হিজরী ২য় শতাব্দীর প্রসিদ্ধ অলীয়া ছিলেন, তিনি **আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে খুবই ভালবাসতেন, খোদাভীতিতে কান্নাকারীনি, ইবাদত গুজার, রাত্রি জাগরনকারীনি মহিলা ছিলেন, তিনি ৫০ বছর এমনভাবে অতিবাহিত করেন যে, না বিছানায় শুয়ে আরাম করেছেন আর না বালিশে মাথা রেখেছেন, তাঁর খাদেমা হযরত আব্দা বিনতে শাওয়াল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا বলেন: হযরত রাবেয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا সারারাত নামাযে মশগুল থাকতেন, সকালে ফজরের পূর্বে জায়নামাযেই শুয়ে যেতেন, অতঃপর কিছুক্ষণ পর আতঙ্কিত হয়ে উঠে যেতেন আর নিজেকে বলতেন: হে নফস! তুমি এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে কতক্ষণ ঘুমাবে? দুনিয়া তো সংকীর্ণতার ঘর তবে এখানে এত ঘুম কিসের? আজ কিছুক্ষণ জেগে থাকো, নেকী অর্জন করে নাও, কবরে আরামে ঘুমিও, সেখানে কিয়ামত পর্যন্ত কেউ জাগাবে না, আমল এখানে করে নাও, আরাম সেখানে করো, অতঃপর উঠে ইবাদতে মশগুল হয়ে যেতেন, হযরত রাবেয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا সারা জীবন এই ভাবে অতিবাহিত করেন। **(উয়ুনুল হিকায়াত, ১০৩ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ফল গাছ থেকে কেন ঝরে পড়লো!

হযরত রাবেয়া বসরীয়া رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَا বলেন: এক রাতে সেহেরীর সময়ে আমি কিছু তাসবীহ পাঠ করি, অতঃপর ঘুমিয়ে পড়লাম, স্বপ্নে দেখলাম, একটি সবুজ শ্যামল বৃক্ষ, যা এত বড় ও সুন্দর যে, বর্ণনা করা যাবে না, এতে তিন প্রকারের ফল লেগে ছিলো, আমি দুনিয়ায় এমন ফল কখনো দেখিনি, কিছু ফল সাদা ছিলো, কিছু লাল ও কিছু হলদে আর সবই এই বৃক্ষে চন্দ্র সূর্যের ন্যায় ঝলমল করছিলো। বলেন: আমার সেই বৃক্ষটি খুবই ভালো লাগলো, আমি জিজ্ঞাসা করলাম: এটি কার? কোন বক্তা বললো: এটি হলো আপনার আর তা ঐ তাসবীহ পাঠের প্রতিদান, যা এখনই আপনি পড়েছেন। তিনি বলেন: আমি বৃক্ষের আশেপাশে ঘুরতে লাগলাম, তখন দেখলাম: সোনালী রঙের কিছু ফল মাটিতে পতিত অবস্থয় পেলাম, আমি বললাম: হায়! যদি এই ফলও ঐ ফলগুলোর সাথে বৃক্ষে থাকতো, উত্তর এলো: এগুলো সেখানেই লেগে ছিলো, আপনি তাসবীহ পাঠ করে ভাবতে লাগলেন যে, মিশ্রণকৃত আটা খামির হলো কিনা, তখন এই ফল ঝরে পড়ে গেলো। (কুতুল কুলুব, ১/১৮৩)

হে আশিকানে রাসূল! এই ঘটনাকে সামনে রেখে আমাদের নিজেরদের ব্যাপারে বারবার চিন্তা করার প্রয়োজন রয়েছে। কিরূপ শিক্ষাণীয় বিষয়...!! হযরত রাবেয়া বসরীয়া رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَا তাসবীহ পাঠে মশগুল ছিলেন, এই সময় শুধু সামান্য কিছুক্ষণের জন্য মিশ্রণকৃত আটা সম্পর্কে ভাবার এত বড় প্রভাব হলো তবে ঘন্টার পর ঘন্টা অহেতুক কর্মকান্ডে নষ্ট করে দেয়ার প্রভাব কিরূপ হবে? কিন্তু হায়! আমরা উদাসীনতা থেকে জাগ্রত হইনা, আফসোস! ✯ স্যোশাল মিডিয়া ও ইন্টারনেটের অহেতুক ও ভুল ব্যবহার ✯ দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা ✯ ধন

সম্পদের চাহিদা ✯ কবর ও আখিরাতের প্রতি উদাসীন ✯ নিত্য নতুন ফ্যাশনের আগ্রহ ✯ অহেতুক গল্পগুজব ✯ ব্যস **"খাও দাও ফুর্তি করো"** এই ঘৃণ্য শ্লোগানে বিশ্বাসী এবং ✯ নেক কাজে গড়িমসির অভ্যাসের ন্যায় সময় অতিবাহিত করে দেয়ার কাজ আমাদেরকে ভুল পথে পরিচালিত করে দিয়েছে।

হায়! এটি হলো উদাসীনতা ও অনুভুতি হীনতা...!! মনে রাখবেন! আমরা অনুভব করি বা না করি, সময়ের এই দ্রুতগতির গাড়ি ধীরে ধীরে আমাদেরকে মৃত্যুর নিকটবর্তী করে দিচ্ছে। ৩০তম পারা সূরা ইনশিকাক এর ৬ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهِ ۚ

(পারা ৩০, সূরা ইনশিকাক, আয়াত ৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে মানব! নিশ্চয় তোমাকে আপন প্রতিপালকের প্রতি অবশ্য দৌঁড়াতে হবে। অতঃপর তার সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে।

এই আয়াতে অধিনে **"তাফসীরে নুরুল ইরফানে"** রয়েছে: (অর্থাৎ) হে মানব! তোমার প্রতিটি নিঃশ্বাস তোমাকে মৃত্যু ও **আল্লাহ**র সাথে সাক্ষাতের নিকটবর্তী করছে।

(তাফসীরে নুরুল ইরফান, ৩০তম পারা, সূরা ইনশিকাক, ৬নং আয়াতের পাদটিকা)

জীবন বরফের ন্যায় গলে যাচ্ছে

তাফসীরে করীরে বর্ণিত রয়েছে; এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: আমি সূরা আসরের দ্বিতীয় আয়াতের অর্থ বরফ বিক্রেতা থেকে শিখেছি, সে বলে যাচ্ছিলো: اِرْحَمُوْا مَنْ يَّذُوْبُ رَأْسُ مَالِهٖ লোকেরা! ঐ ব্যক্তির প্রতি দয়া করো...! যার মূলধন গলে যাচ্ছে। এই শিক্ষণীয় বাক্য শুনে আমি বললাম: এটাই হলো " اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۙ **(কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ**

নিশ্চয় মানুষ অবশ্য ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।)” এর উদ্দেশ্য, মানুষের জীবনও বরফের ন্যায় গলে যাচ্ছে, যে এতে নেকী করবে না, সে প্রবল ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। (তাফসীরে কবীর, পারা ৩০, সূরা আসর, ১ম আয়াতের পাদটিকা, ১১/২৭৮)

জীবন হলো ইবাদতের জন্য

২৭তম পারা, সূরা যারিয়াত এর ৫৬নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ﴿۵۶﴾

(পারা ২৭, সূরা যারিয়াত, আয়াত ৫৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর আমি জিন্ ও মানব এ জন্যই সৃষ্টি করেছি যে, আমার ইবাদত করবে।

বুঝা গেলো, মানবতা ও ইবাদত পরস্পর সম্পৃক্ত, যারা ইবাদত করেনা, তারা মানবতা থেকে বিচ্ছিন্ন। (আনওয়ারে জামালে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, ৩২৩ পৃষ্ঠা)

প্রসিদ্ধ সূফী বুযুর্গ মাওলানা জালালুদ্দীন রুমি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: যদি বাদশাহ তোমাকে কোন বিশেষ কাজের কথা বলে পাঠায়, তুমি পথে আরো অনেক কাজ করো কিন্তু সেই বিশেষ কাজ যার জন্য বাদশাহ বলে পাঠিয়েছে, তা করতে ভুলে যাও, তবে বলো বাদশাহ কি তোমার প্রতি খুশি হবে? কখনোই হবে না, ব্যস এই কারণেই দুনিয়ায় মানুষ চাইলে প্রত্যেক কাজ ভুলে যাক কিন্তু একটি কাজ রয়েছে যা কখনোই ভুলে যাওয়া উচিৎ নয়, সেই বিশেষ কাজটি কি, এর উল্লেখ ২২তম পারা সূরা আহযাবের এই আয়াতে রয়েছে: (ফিইহি মাফিইহি, ৭ পৃষ্ঠা)

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَ اَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ؕ

(পারা ২২, সূরা আহযাব, আয়াত ৭২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় আমি আমানত অর্পণ করেছি আসমান সমূহ, যমীন এবং পর্বতমালার প্রতি। অতঃপর সেগুলো তা বহন করতে অস্বীকার করলো এবং তাতে শঙ্কিত হলো, আর মানুষ তা বহন করলো।

এই আয়াতে আমানত দ্বারা নামায ও ঐসকল কাজ উদ্দেশ্য, যা করাতে সাওয়াব অর্জিত হয় এবং না করাতে গুনাহ হয়। (তাফসীরে জালালাঈন ও হাশিয়াতু সাভী, পারা ২২, সূরা আহযাব, ৭২নং আয়াতের পাদটিকা, ৫ম অংশ, ৩/৫৪) মাওলানা রুমি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه আরো বলেন: দেখো! আসমান, জমিন, পাহাড় কিরূপ শক্তিশালী ও আশ্চর্য সৃষ্টি, তারাই যেই জিনিষের বোঝা বহন করেনি, তা মানুষ নিজের দায়িত্বে নিয়েছে, তাই আসমান ও জমিন এবং পাহাড়ের পরিবর্তে মানুষকে সম্মান দেয়া হয়েছে এবং তাদেরকে আশরাফুল মাখলুকাত বানানো হয়েছে। (ফিইহি মাফিইহি, ৭ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ

(পারা ১৫, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ৭০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর নিশ্চয় আমি আদম সন্তানদেরকে সম্মান দিয়েছি।

আরো বলেন: যদি তুমি বলো! আমি এই একটি কাজ (অর্থাৎ ইবাদত) না করলে কি হবে, আরো অনেক কাজ তো করছি, তবে মনে রেখো! মানুষ অন্য কোন কাজের জন্য দুনিয়ায় আসেনি, এটা তো এমনি যে, তুমি (১) অনেক মূল্যবান লোহার অমূল্য তরবারী, যা শুধু শাহী ধন ভান্ডারেই পাওয়া যায়, অর্জন করেছো আর একে মাংস কাটার ছুরি বানিয়ে নিলে আর বললে: আমি এটি বেকার ফেলে রাখিনি। (২) অথবা তুমি স্বর্ণের পাতিলে শালগম রান্না করতে লাগলে, অথচ এই পাতিলের একটি ছোট টুকরো দিয়ে কয়েকটি সাধারন পাতিল কেনা ও রান্না করা যাবে। (৩) কিংবা অনেক মূল্যবান তরবারী ঘরের দেয়ালে গেঁথে রাখলে আর এতে ভাঙ্গা পাত্র ঝুলিয়ে রাখলে, এটাকি আফসোস করার মতো কাজ নয়? পাত্র রাখার জন্য সাধারন মূল্যের আংটা ব্যবহার করা যেতো, এর জন্য এমন দামী তরবারী ব্যবহার করা কি বুদ্ধিমানের কাজ? হে মানব! **আল্লাহ পাক** তোমাকে অনেক দামী করেছেন, ইরশাদ হচ্ছে:

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ؕ

(পারা ১১, সূরা তাওবা, আয়াত ১১১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ মুসলমানদের কাছ থেকে তাদের সম্পদ ও জীবন ক্রয় করে নিয়েছেন এর বিনিময়ে যে, তাদের জন্য জান্নাত রয়েছে।

দেখো! **আল্লাহ পাক** তোমাকে, তোমার সময়, তোমার প্রাণ, তোমার সম্পদ এবং ব্যবসাকে কিনে নিয়েছেন যে, এইগুলো তাঁর পথে ব্যয় করো, তবে তোমার জন্য স্থায়ী জান্নাত রয়েছে, **আল্লাহ পাকে**র নিকট তোমাদের এমন মূল্য রয়েছে, যদি নিজেকে দোযখের পরিবর্তে বিক্রি করে দাও নিজের উপর অত্যাচারকারী হবে। (ফিইহি মাফিইহি, ৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! সময় তো আর থেমে থাকবে না, আমাদের উদাসীণতা থেকে জাগ্রত হতেই হবে, আমাদেরকে নেক আমলের জন্য সচেষ্ট হতে হবে, অন্যথায় বিশ্বাস করুন! ইবাদতবিহীন মানুষ বেকার। প্রসিদ্ধ মুফাসসীরে কুরআন, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه আমাদেরকে উদাহরণের মাধ্যমে বুঝাতে গিয়ে বলেন: দুনিয়ার সকল কিছুই কোন না কোন উদ্দেশ্যে বানানো হয়েছে, যে ব্যক্তি এর বিপরীত ব্যবহার করবে, তাকে পাগল বলা হয়, যে টুপিকে পায়ে পরিধান করে এবং জুতাকে মাথায় রাখে সে তো পাগলই, অনুরূপভাবে যে জিনিস তার উদ্দেশ্য পূরণ করেনা, তা মূল্যহীন এবং বেকার হয়ে থাকে, যদি ঘড়ি সময়ই না জানায় তবে তা ফেলে দেয়ার উপযুক্ত আর যদি ছাগল, গরু দুধ ইত্যাদি না দেয় তবে কসাইকে দিয়ে দেয়া হয়, ব্যস মানুষকেও ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, যদি এই উদ্দেশ্যের বিপরীত চলে তবে পাগলও এবং বেকারও।

তিনি আরো বলেন: যদি আমরা আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য পূরণ না করি তবে বুঝে নিন, নমরুদ যখন খোদায়ী দাবী করলো তখন মশা তার মগজে ঢুকে এমনভাবে কষ্ট দিয়েছিলো যে, দিনরাত তার মাথায় জুতা মারা হতো, সেই দূর্ভাগা নিজের মস্তিস্ককে উদ্দেশ্যের বিপরীত ব্যবহার করেছিলো, ইবাদত করার পরিবর্তে নিজের ইবাদত করানোর আকাঙ্ক্ষী হলো তখন যেই জুতা পায়ে পরিধান করা হয়, তা পায়ের পরিবর্তে তার মাথায় গিয়ে পৌঁছে যায়, যার মাথায় ইবাদতের খেয়াল রয়েছে তার মাথায় মুকুট রয়েছে আর যার মাথায় নফসের চাহিদা রয়েছে, তার মাথায় জুতা শোভা পায়। (মাওয়ীযু নাঈমিয়া, ৫৭-৫৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মানুষের আসল সম্মান কি?

আলা হযরতের আব্বাজান, মাওলানা নকী আলী খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: সকল উৎকর্ষতার মূল হলো ইবাদত আর মানুষের আসল সম্মান হলো **আল্লাহ পাকে**র দরবারে মাথা নত করাতেই। (আনওয়ারে জামালে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, ৩২৩ পৃষ্ঠা) হাদীসে পাকে রয়েছে: مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ الله অর্থাৎ যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাকে**র জন্য বিনম্র হলো, **আল্লাহ পাক** তাকে সম্মান দান করেন। (কানযুল উম্মাল, ৩য় অংশ, ২/৫০, হাদীস ৫৭৩২) পারা ২২ সূরা ফাতির এর ১০ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا ؕ

(পারা ২২, সূরা ফাতির, আয়াত ১০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যে কেউ সম্মান চায়, তবে সম্মান তো সব **আল্লাহ**রই হাতে।

এই আয়াতের তাফসীরে হযরত কাতাদাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلْيَتَعَزَّزْ بِطَاعَةِ الله অর্থাৎ যে সম্মান চায়, সে যেনো **আল্লাহ**

পাকের আনুগত্যে তালাশ করে অর্থাৎ সম্মান **আল্লাহ পাকের** বন্দেগীতেই অর্জিত হয়। **(তাফসীরে খাযিন, পারা ২২, সূরা ফাতির, ১০ নং আয়াতের পাদটিকা, ৩/৪৫৩)**

আলা হযরতের পিতা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه আরো বলেন: যে ইবাদত করে; ✯ **আল্লাহ পাক** তাকে ভালবাসেন ✯ সে সম্মান লাভ করে ✯ তার কাজ সুচারূ ভাবে সম্পন্ন হয় ✯ বিপদের তাকে সাহায্য করা হয় ✯ শত্রুর অনিষ্ট থেকে বাঁচা যায় ✯ তার মন থেকে আতঙ্ক দূর হয়ে যায় ✯ তাকে উচ্চ পর্যায়ের সাহস দান করা হয় ✯ তার অন্তর প্রশস্ত হয়ে যায়, সে ইলম সহজেই শিখে নেয় ✯ সৃষ্টিকূলের অন্তরে তার প্রতি ভালবাসা প্রদান করা হয় ✯ তার বরকত নসীব হয়, এমনকি মানুষ তার কাপড় ও বাড়ি থেকেও বরকত অর্জন করে এবং উপকৃত হয় ✯ ইবাদত গুজার মুস্তজাবুদ দাওয়াত হয়ে যায় অর্থাৎ তার দোয়া কবুল হয়ে থাকে ✯ ইবাদতের কারণে রূহের সতেজতা ও শক্তি অর্জিত হয়, ডাক্তারদের মধ্যে সুস্বাস্থ্যের জন্য ইবাদতের চেয়ে উত্তম কোন কিছু নেই, যে ব্যক্তি রিয়াযত করে, তার অন্তর খুশি ও শরীর সুস্থ থাকে ✯ ইবাদত গুজার মৃত্যুর কঠোরতা থেকে নিরাপদ থাকবে ✯ তার ঈমানের উপর অটলতা নসীব হবে ✯ সে রহমতের ছায়ায় জায়গা পাবে ✯ ফিরিশতারা তাকে কবরের আযাব থেকে বাঁচাবে এবং নকীরাঈনের প্রশ্নের উত্তর শিখিয়ে দেয় ✯ তার কবর আলোকিত ও প্রশস্ত করে দেয়া হয় ✯ কিয়ামতের দিন তাকে মুকুট পরিধান করানো হবে ✯ ইবাদত গুজার হাশরের ময়দানে বোরাকে আরোহন করে আসবে ✯ তার কোন হিসাব হবে না, হলেও তা সহজভাবে নেয়া হবে ✯ তার হাউযে কাউসার থেকে পানি পান করা নসীব হবে, এরপর আর কখনো পিপাসার্ত হবে না ✯ ইবাদত গুজার পুলসিরাত সহজেই অতিক্রম করবে ✯ **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি দ্বারা ধন্য

হবে ✯ ইবাদত গুজার কিয়ামতের দিন **আল্লাহ**র আরশের ছায়ায় জায়গা পাবে ✯কিয়ামতের দিন তার দীদারে ইলাহী নসীব হবে এবং **এই নেয়ামত হলো সকল নেয়ামতের চেয়ে উত্তম।**

(আনওয়ারে জামালে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم**, ৩২৪ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অধিকতর সময় নেকীতে অতিবাহিত করার ১০টি মাদানী ফুল

হে আশিকানে রাসূল! আমরা সময় ও ইবাদতের গুরুত্ব সম্পর্কে শুনলাম, আশা করি সময়ের গুরুত্ব দিয়ে অধিকতর সময় নেকীতে অতিবাহিত করার মানসিকতা তৈরী হচ্ছে, আসুন! কম সময়ে অধিক নেকী অর্জনের ১০টি মাদানী ফুল শুনি:

(১) প্রথম উপায়: প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরা সময়ের গুরুত্ব দেয়া এবং অধিকতর সময় নেকীতে অতিবাহিত করতে চাই, তবে এর জন্য গুনাহ ছেড়ে দিতে হবে। গুনাহ হলো আগুন, যা মূল্যবান সময়কে জ্বালিয়ে ছাই বানিয়ে দেয়। সময় বাঁচানো ও নেকী করার জন্য আমাদের এখন থেকেই গুনাহ ছাড়তে হবে, অন্যথায় গুনাহের এই আগুন আমাদের ধ্বংস করে দিবে, আলা হযরতের আব্বাজন, মাওলানা নকী আলী খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: হে বন্ধু! গুনাহ হলো আসলে আগুন এবং আগুনের মূল কেন্দ্র হলো জাহান্নাম। অতএব যখন গুনাহের আগুন অন্তরে প্রজ্জলিত হয়, তখন তা মানুষকে টেনে জাহান্নামে নিয়ে যায়। দ্বিতীয় খলিফা, আমীরুল মুমিনিন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: গুনাহ যদিও একটাই হয়, নিজের সাথে ১০টি মন্দ দিক নিয়ে আসে: (১) গুনাহকারী **আল্লাহ পাক**কে অসন্তুষ্ট করে (২) অভিশপ্ত শয়তানকে খুশি করে (৩) জান্নাত থেকে দূরে ও (৪) জাহান্নামের নিকটে এসে যায়

(৫) নিজের সবচেয় প্রিয় বস্তু অর্থাৎ নিজের প্রাণকে কষ্ট দেয় (৬) নিজের বাতিনকে অপবিত্র করে দেয় (৭) আমল লেখক ফিরিশতা কিরামান কাতেবিনকে কষ্ট দেয় (৮) **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে পবিত্র রওজায় ব্যথিত করে (৯) আসমান ও জমিন এবং সকল সৃষ্টিকে নিজের অবাধ্যতার সাক্ষী বানায় (১০) সকল মানুষের সাথে খেয়ানত ও **আল্লাহ পাকের** অবাধ্যতা করে। (আঁসুড কা দরীয়া, ৩০ পৃষ্ঠা)

(২) দ্বিতীয় উপায়: হে আশিকানে রাসূল! যদি আমরা আমাদের অধিকতর সময় নেকীতে অতিবাহিত করতে চাই তবে এর জন্য অহেতুক কাজ থেকেও বিরত থাকতে হবে, অহেতুক বিষয় কাকে বলে? আসুন! শুনি: ঐ সকল কথা বা কর্ম, যা না দুনিয়ায় উপকারীতা রয়েছে, না আখিরাতে, এতে অহেতুক কাজ বলা হয়। "হাদীসে পাকে" রয়েছে: مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهٗ مَا لَا يَعْنِيْه অর্থাৎ মানুষের জন্য ইসলামের সৌন্দর্যের মধ্যে একটি হলো, সে সকল উদ্দেশ্যহীন ও অহেতুক কাজ ছেড়ে দিবে। (তিরমিযী, ৫৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৩১৭) হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নাঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এই হাদীস শরীফের আলোকে বলেন: অর্থাৎ পরিপূর্ণ মুসলমান হলো সেই, যে এমন কথা, এমন কাজ, এমন আচরণ ও নিরাবতা থেকেও বাঁচা, যা তার জন্য দ্বীন ও দুনিয়ায় উপকারী হবেনা, সেই কাজ বা কর্ম করা যা তার দুনিয়ায় উপকারী হয় বা আখিরাতে, سُبْحٰنَ الله এই দু'টি শব্দে উভয় জগতের কল্যাণ নিহিত। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৪৬৫)

(৩) তৃতীয় উপায়: যদি আমরা অধিকতর সময় নেকীতে অতিবাহিত করতে চাই, তবে এর জন্য তৃতীয় উপায় হলো: ভালো ভালো নিয়্যত করা। আমরা প্রতিদিন অসংখ্য মুবাহ কাজ (যা করাতে না সাওয়াব অর্জিত হয়, না গুনাহ, যেমন; পানাহার, ঘুমানো, পায়চারি করা ইত্যাদি)

করে থাকি, যদি সামান্য মনোযোগ দেয়া হয় তবে মুবাহ কাজকে ইবাদত বানিয়ে এর জন্য সাওয়াব অর্জন করা যেতে পারে, এর পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে আমার আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه বলেন: প্রত্যেকটি মুবাহ ভালো নিয়্যতের কারণে মুস্তাহাব (অর্থাৎ সাওয়াবের কাজ) হয়ে যায়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৮/৪৫২) আরো বলেন: যখন কাজ বৃদ্ধি পায়না, শুধু নিয়্যত করে নেয়াতে একটি নেকীর কাজ ১০টির সমান হয়ে যায় তখন একটি নিয়্যত করা কিরূপ বোকামী ও অকারণে নিজের ক্ষতি। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/১৫৭)

হে আশিকানে রাসূল! মারহাবা! ভালো নিয়্যতও কিরূপ অনন্য উপহার যে, বান্দা ভালো নিয়্যতের কারণে আমল না করেও সাওয়াবের অধিকারী হয়ে যায়, **আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنۡ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمۡ يَعۡمَلۡهَا كُتِبَ لَهٗ حَسَنَةٌ অর্থাৎ যে নেকীর ইচ্ছা করলো কিন্তু এর উপর আমল করলো না, তবুও তার জন্য একটি নেকী লিখে দেয়া হয়। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, হাদীস ২০৬)

ইমাম গাযালী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه বলেন: একজন শিক্ষার্থী ওলামার নিকট এসে বললো: এমন কে আছে, যে আমাকে এমন আমলের দিকে নির্দেশনা দিবে, যার কারণে আমি সর্বদা **আল্লাহ পাকের** জন্য আমল করবো, কেননা আমি এটা পছন্দ করিনা যে, দিন ও রাতের কোন মুহূর্ত আমার এভাবে কাটুক যে, আমি এতে **আল্লাহ পাকের** জন্য আমল করিনি। তাকে বলা হলো: তুমি তোমার উদ্দেশ্য অর্জন করে নিলে, যতদূর সম্ভব নেকী করো এবং যখন নেক কাজ করতে করতে ক্লান্তি অনুভব করবে তখন নেক কাজের নিয়্যত করে নাও, কেননা নেকীর নিয়্যতকারীও নেকী সম্পাদনকারীর ন্যায়। (ইহইয়াউল উলুম, ৫ম খন্ড, ২২২ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মাঝে মাঝে নেক কাজের দৃঢ় নিয়্যত করতে থাকা উচিৎ, কেননা এটি হলো ফ্রি সাওয়াব। ভালো নিয়্যত কাকে বলে এবং ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস কিভাবে গড়বে, আসুন! বর্তমান যুগের অনন্য নিয়্যতের আলিম, শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পুস্তিকা **"সাওয়াব বৃদ্ধি করার উপায়"** থেকে এর পদ্ধতি শুনি, তিনি বলেন: যেকোন ভালো কাজে ভালো নিয়্যতের উদ্দেশ্য হলো, যে কাজ করা হচ্ছে তার প্রতি মনোযোগী হওয়া এবং ঐ কাজ **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির জন্য করা। মনে রাখবেন! শুধু মুখে উচ্চারণ করা বা চিন্তা করা অথবা অমনোযোগীতার সাথে ইচ্ছা করা, এসব থেকে নিয়্যত অনেক দূরে, কেননা নিয়্যত এর নাম যে, অন্তর এই কাজ করার জন্য একেবারে প্রস্তুত অর্থাৎ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা এবং পরিপক্ক ইচ্ছা থাকা। যে ভালো নিয়্যত সমূহের অভ্যস্ত নয় তাকে প্রথমে স্বাভাবিকভাবে এটির অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। উদ্দেশ্যকৃত নেক কাজ শুরু করার পূর্বে কিছুক্ষণ থেমে অবস্থার পরিপেক্ষিতে মাথা নত করে চোখ বন্ধ করে, মনকে অন্যান্য চিন্তা-ভাবনা থেকে শূন্য করে নিয়্যত সমূহের জন্য মনোযোগী হওয়া উপকারী। এদিক সেদিক দেখতে দেখতে, শরীর বা পোষাক চুলকানো ও নড়াচড়া করতে করতে, কোন বস্তু রাখতে বা উঠাতে বা তাড়াহুড়োর সাথে নিয়্যত করতে চাইলে তবে হয়ত তা সম্ভব হবে না।

(সাওয়াব বৃদ্ধি করার উপায়, ৭ পৃষ্ঠা)

নিয়্যতের ব্যাপারে আরো বিস্তারিত জানার জন্য আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর **'সাওয়াব বৃদ্ধি করার উপায়'** পুস্তিকা এবং **'নেকীর দাওয়াত'** কিতাবের **১০৭-১২১** পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করুন। **আল্লাহ পাক** চাইলে তবে অসংখ্য জ্ঞানের ভান্ডার অর্জিত হবে।

(৪) চতুর্থ উপায়ঃ প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরা অধিকতর সময় নেকীতে অতিবাহিত করতে চাই, তবে আমাদের **"এক ঢিলে দুই পাখি"** ফর্মুলার উপর আমল করতে হবে। **"এক ঢিলে দুই পাখি"** এটি হলো একটি প্রবাদ, এর অর্থ হলো একই প্রচেষ্টায় দু'টি কাজ সম্পাদন করা। উদ্দেশ্য হলো, পানাহার করা, কোন কিছু রাখা, উঠানো, গাড়ি চালানো, সুইচ অন, অফ করা, দরজা খোলা, বন্ধ করা, দোকান খোলা, তালা লাগানো, তেল দেয়া, আতর লাগানো, জুতা পরিধান করা, পাগড়ী বাঁধা মোটকথা প্রত্যেক ঐ সকল কাজ, যা করাতে মুখ ও মস্তিস্ক অবসর থাকে, সেই কাজ করার সময় মুখে যিকির ও দরূদ সাজিয়ে, কবর ও আখিরাতকে স্মরন করে অন্তরে মদীনা ধারন করে সহজেই নেকী অর্জন করা যেতে পারে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৫) পঞ্চম উপায়ঃ হে আশিকানে রাসূল! যদি আমরা অধিকতর সময় নেকীতে অতিবাহিত করার আকাঙ্ক্ষা পোষন করি তবে এর আরো একটি খুবই সুন্দর উপায় রয়েছে, আর তা হলো; সুন্নাতের অনুসরন। যদি আমরা সচরাচর কাজের সুন্নাত পদ্ধতি শিখে নিই এবং যেকোন কাজ নিজের মতো করে করার পরিবর্তে সুন্নাত অনুযায়ী করার অভ্যাস গড়ে নিই তবে সারা দিনে লাখো নয় বরং কোটি কোটি নেকী এক্সট্রা পরিশ্রম করা ব্যতীত অর্জন করা যাবে, যেমন; দিনে যতবার পানি পান করা হয়, প্রতিবার সাওয়াব অর্জনের জন্য সুন্নাত অনুযায়ী পান করুন, তবে কত নেকী অর্জিত হতে পারে, অনুরূপভাবে পানাহার, ঘুমানো, জাগ্রত হওয়া, উঠা, বসা, চলাফেরা, কথাবার্তা বলা, মুচকী হাসা ইত্যাদি অসংখ্য কাজ রয়েছে,

প্রতিদিন এই সকল কাজ যদি সুন্নাত অনুযায়ী করে নেয়া হয় তবে অনুমান করুন! একদিনেই কিভাবে নেকীর ভান্ডার লেগে যাবে।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ اَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ اَحَبَّنِي وَمَنْ اَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّة অর্থাৎ যে আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো, সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে। (মিশকাত, কিতাবুল ঈমান, ১/৫৫, হাদীস ১৭৫) একদিন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তিনবার ইরশাদ করলেন: আমার প্রতিনিধির উপর **আল্লাহ পাকের** রহমত বর্ষিত হোক। আরয করা হলো: হুযুর! আপনার প্রতিনিধি কে? ইরশাদ করলেন: আমার সুন্নাতকে ভালবাসা পোষনকারী এবং অপরকে শিক্ষা প্রদানকারী। (জামে বয়ানুল ইলম ওয়া ফাদলিহি, ১/২০১, হাদীস ২২০)

বিভিন্ন ধরনের হাজারো সুন্নাত শিখার জন্য শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দু'টি পুস্তিকা **১০১ মাদানী ফুল** ও **১৬৩ মাদানী ফুল** এবং মাকতাবাতুল মদীনার দু'টি কিতাব **বাহারে শরীয়াত** ১৬তম অংশ এবং সুন্নাত ও আদব পাঠ করুন। এছাড়াও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে করেও সুন্নাত শেখা যেতে পারে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৬) ষষ্ট উপায়: প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমাদের বাসনা হয় যে, অধিকতর সময় নেকীতে অতিবাহিত করি, তবে খুবই সুন্দর সুন্নাত রয়েছে, এই সুন্নাতকে নিজের জীবনের অত্যাবশ্যকীয় অংশ বানিয়ে নেয়া উচিৎ, সেই প্রিয় সুন্নাত কি? "মাসুরা (অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসে শেখানো)

দোয়া পাঠ করা”, আমাদের **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অধিকহারে দোয়া পাঠ করতেন, খাবার খাওয়ার দোয়া, পান পান করার দোয়া, ঘুমানোর দোয়া, ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার দোয়া, ঘরে প্রবেশের দোয়া, ঘর থেকে বের হওয়ার দোয়া, আয়না দেখার দেয়া, দুধ পান করার দোয়া, কাউকে মুচকী হাসি দিতে দেখে পাঠ করার দোয়া, কৃতজ্ঞতা আদায় করার দোয়া, রাগ আসার সময়ের দোয়া, বিপদগ্রস্থকে দেখে পাঠ করার দোয়া, বাজারে প্রবেশের সময়কার দোয়া, নতুন পোষাক পরিধানের দোয়া, তেল লাগানোর সময়কার দোয়া মোটকথা রাতদিনের অসংখ্য দোয়া রয়েছে, যা আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দৈনন্দিন কাজের অংশ ছিলো, যদি আমরাও এই দোয়া মুখস্ত করে নিই এবং প্রত্যেক কাজের পূর্বে দোয়া পাঠ করে নিই তবে এর **প্রথম উপকারীতা** তো এটা হবে যে, আমাদের কাজে বরকত এসে যাবে, কেননা যেই কাজ **আল্লাহ**র যিকির দ্বারা শুরু করা হয়, তাতে বরকত হয়ে থাকে। **দ্বিতীয় উপকারীতা** হলো, দোয়া হলো ইবাদত বরং ইবাদতের মগজ। **আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, মক্কী মাদানী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ পাকের** নিকট কোন কিছু দোয়ার চেয়ে বেশি মহত্বপূর্ণ নয়। এক হাদীসে কুদসীতে রয়েছে; **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: اَنَا مَعَهٗ اِذَا دَعَانِیْ আমি বান্দার সাথেই থাকি, যখন সে আমার নিকট দোয়া করে। **দোয়া পড়ার তৃতীয় উপকারীতা** হলো, এই সকল দোয়া যিকিরের অন্তর্ভূক্ত আর যিকির করা উৎকৃষ্ট নেকী। ২য় পারা সূরা বাকারার ১৫২ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

فَاذْكُرُوْنِیْۤ اَذْكُرْكُمْ

(পারা ২, সূরা বাকারা, আয়াত ১৫২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সুতরাং আমার স্মরণ করো, আমিও তোমাদের চর্চা করবো।

হাদীসে কুদসীতে রয়েছে; **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: বান্দা আমার যিকির করে, আমি তার সাথে থাকি, যদি সে মনে মনে আমাকে স্মরণ করে, আমি তাকে একাকী স্মরন করি, যদি সে আমাকে সমাবেশে স্মরণ করে আমি তাকে এরচেয়ে উত্তম সমাবেশে স্মরণ করি। (বুখারী, কিতাবুত তাওহীদ, ১৭৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস ৭৪০৫) জান্নাতী সাহাবী হযরত মু'য়াজ বিন জাবাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! কোন আমলটি **আল্লাহ পাকে**র নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয়? ইরশাদ করলেন: তোমার মৃত্যু আসলো আর মুখ **আল্লাহ**র যিকিরে সতেজ রইলো।

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি মুহাব্বাতিল্লাহ, ১/৩৯৩, হাদীস ৫১৬)

সারাংশ: সম্মানময় জীবন অতিবাহিত করতে চাইলে তবে **আল্লাহ**র যিকির করুন! **আল্লাহ**র যিকির করুন! **আল্লাহ**র যিকির করুন! **আল্লাহ**র যিকির ভিখারীকে বাদশাহ বানিয়ে দেয়, সারমর্ম হলো যে, **আল্লাহ**র যিকির হলো ঈমানের নূর।

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ আমাদের সহজতার জন্য দৈনন্দিন কর্মকান্ডের অসংখ্য দোয়া **"মাদানী পাঞ্জেসূরা"**য় একত্রিত করেছেন, সেখান থেকে পাঠ করে মুখস্ত করে নেয়া যেতে পারে।

এছাড়াও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায়ও এরূপ দোয়া মুখস্ত করানো হয়, অনুরূপভাবে আশিকানে রাসূলের সাথে **"মাদানী কাফেলা"**য় সফর করেও আমরা দৈনন্দিন কর্মকান্ডের অসংখ্য দোয়া শিখতে পারি। দোয়া শিখার আরো একটি মাধ্যম রয়েছে আর তা হলো **"মাদানী চ্যানেল"**, বিশেষকরে কিডস মাদানী চ্যানেল (***Kids Madani chennal***) দেখুন, اِنْ شَآءَ الله অসংখ্য দোয়া শিখার পাশাপাশি অনেক ইলমে দ্বীন শিখারও সুযোগ হবে।

(৭) সপ্তম উপায়: **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** যদি আমরা অধিকতর সময় নেকীতে অতিবাহিত করতে চাই, তবে এর জন্য অধিকাংশ সময় অযু অবস্থায় থাকার অভ্যাস বানিয়ে নেয়া উচিৎ। অযু অবস্থায় থাকা আউলিয়ায়ে কিরামের পদ্ধতি। বিনা কারণে অযুবিহীন থাকা হলো ফ্রিতে পাওয়া নেকী হারানো। আসুন! অযু অবস্থায় থাকার ফযীলত সম্বলিত **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৩টি বাণী শ্রবণ করি: (১) ইরশাদ হচ্ছে: হে আবু হুরায়রা! যখন তুমি অযু করবে তখন بِسْمِ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ বলে নাও! যতক্ষণ তোমার অযু অবশিষ্ট থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার ফিরিশতা (অর্থাৎ কিরামান কাতেবীন) তোমার জন্য নেকী লিখতে থাকবে। (মু'জামু সগীর, ১৬৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৯৬) (২) ইরশাদ হচ্ছে: অযু অবস্থায় ঘুমন্ত ব্যক্তি রোযা রেখে ইবাদতকারীর ন্যায়। (কানযুল উম্মাল, কিতাবুত তাহারাত, ৯ম অংশ, ৫/১২৩, হাদীস ২৫৯৯৪) (৩) ইরশাদ হচ্ছে: মালাকুল মউত (عَلَيْهِ السَّلَام) যেই বান্দার রূহ অযু অবস্থায় কবয করবে, তার জন্য শাহাদত লিখে দেয়া হয়।

(শুয়াবুল ঈমান, ৩/২৯, হাদীস ২৭৮৩)

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: কিছু কিছু আরেফিনগণ (অর্থাৎ উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام) বলেন: যে সর্বদা অযু অবস্থায় থাকে, **আল্লাহ পাক** তাকে ৭টি ফযীলত দ্বারা ধন্য করবেন: (১) ফিরিশতারা তার সহচর্য পাওয়ার ইচ্ছা পোষন করবে (২) কলম তার নেকী লিখতে থাকবে (৩) তার অঙ্গ তাসবীহ পাঠ করবে (৪) তার তাকবীরে উলা ছুটবে না (৫) যখন ঘুমাবে **আল্লাহ পাক** কিছু ফিরিশতা প্রেরণ করবেন, যারা জ্বিন ও মানুষের অনিষ্ট থেকে নিরাপত্তা প্রদান করবে (৬) সকরাত (অর্থাৎ অন্তিম মুহুর্ত) তার জন্য সহজ হবে (৭) যতক্ষণ অযু থাকবে, **আল্লাহ পাকে**র নিরাপত্তায় থাকবে।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১/৭০২)

(৮) অষ্টম উপায়: প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি অধিকতর সময় নেকীতে অতিবাহিত করার আকাঙ্ক্ষী হন তবে এর জন্য আমাদেরকে সহজ সহজ নেকীসমূহ নিজের দৈনন্দিন জীবনের অংশ বানিয়ে নিতে দেরী করা উচিত নয়। উদাহরণ স্বরূপ ✯ আযান ও ইকামতের উত্তর প্রদান করা সহজ নেকী। হাদীসে মুবারাকায় বর্ণিত বিষয়বস্তু অনুযায়ী যেই ইসলামী ভাই একদিনের পাঁচ নামাযের আযান এবং ইকামতের উত্তর প্রদান করতে সফল হয়ে যায়, সে ৩ কোটি ২৪ লক্ষ নেকী পাবে, ৩ লক্ষ ২৪ হাজার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং ৩ লক্ষ ২৪ হাজার গুনাহ ক্ষমা হবে। (ফয়যানে আযান, ৬ পৃষ্ঠা) ✯ অনুরূপভাবে প্রত্যেক নেক ও জায়িয কাজের শুরুতে بِسْمِ اللّٰهِ পাঠ করাও সহজ নেকী এবং এর সাওয়াব এত বেশি যে, ব্যস সর্বদা بِسْمِ اللّٰهِ, بِسْمِ اللّٰهِ পাঠ করতে থাকতেই মন চায়। হাদীসে পাকে রয়েছে: যে ব্যক্তি بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পাঠ করবে, **আল্লাহ পাক** প্রতিটি অক্ষরের বিনিময়ে তার আমল নামায় ৪ হাজার নেকী লিখে দিবেন, ৪ হাজার গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন এবং ৪ হাজার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন।

(ফেরদাউসুল আখবার, ৪/২৬, হাদীস ৫৫৭৩)

সহজ নেকী সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **"আসান নেকীয়াঁ"** পাঠ করুন।

(৯) নবম উপায়: প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জীবনকে উদ্দেশ্যপূর্ণ বানাতে ও অধিকতর সময় নেকীতে অতিবাহিত করার জন্য শুধু নেকী করা যথেষ্ট নয়, এর উপর অধ্যবসায় থাকাও জরুরী এবং অধ্যবসায় কিভাবে অর্জিত হবে? খুবই সহজ পদ্ধতি, যদি আমরা এই পদ্ধতি অবলম্বন করি তবে اِنْ شَآءَ اللّٰه নেক কাজে অধ্যবসায় অর্জিত হয়ে যাবে এবং **আল্লাহ পাক** চাইলে গুনাহের প্রতিও ঘৃণা সৃষ্টি হবে। কি করতে হবে? ব্যস প্রতিদিন কয়েক

মিনিটের জন্য কবর ও আখিরাতের কল্পনা করে নিজের আমলের পর্যবেক্ষন করা। যদি আমরা প্রতিদিন বিরতীহীনভাবে কয়েক মিনিট এই কাজ করি তবে বিশ্বাস করুন! জীবন সজ্জিত হয়ে যাবে, আমরা শুধু নেককারই নয়, অপরকে নেককার বানানোকারী হয়ে যাবো আর এই কয়েক মিনিটের কাজ কত উপকারী? তা জানার জন্য হাদীসে পাক শুনে নিন, আমাদের **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) কিছুক্ষণের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের ইবাদতের চেয়ে উত্তম। (জামেয়ে সগীর, ৩৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস ৫৮৯৭) سُبْحٰنَ اللهِ سُبْحٰنَ اللهِ

ওহ তো নেয়ায়ত সস্তা সওদা বেচ রাহে হে জান্নাত কা
হাম মুফলিস কিয়া মোল চুকায়েঁ, আপনা হাত হি খালি হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করে নেকী অর্জনের এই আমল শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আমাদের জন্য আরো সহজ করে দিয়েছেন, তিনি তাঁর মুরীদ ও ভক্তদেরকে নেক আমলের পুস্তিকা **"৭২টি নেক আমল"** নামে প্রদান করেছেন। এই পুস্তিকা মাকতাবাতুল মদীনা থেকে সংগ্রহ করুন অথবা চাইলে আপনার মোবাইল ফোনে "***Naik Amaal***" নামের এ্যপলিকেশন ডাউনলোড করে নিন, এতে বিভিন্ন নেক আমল সম্বলিত ৭২টি প্রশ্ন দেয়া হয়েছে, প্রতিটি প্রশ্নের নিচে ৩০টি খালি ঘর রয়েছে, প্রতিদিন নিজের ইচ্ছামতো কোন একটি সময় নির্ধারন করে কয়েক মিনিটের জন্য পুস্তিকাটি খুলুন, একটি একটি প্রশ্ন পড়ুন এবং নিচে প্রদত্ত খালি ঘর হ্যা বা না বোধক চিহ্ন দিতে থাকুন। اِنْ شَآءَ الله এর বরকতে কয়েক দিনেই আপনার জীবনের পরিবর্তন নিজেই দেখবেন।

(১০) দশম উপায়: প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নেককার হওয়া ও অধিকতর সময় নেকীতে অতিবাহিত করার জন্য খারাপ সঙ্গ ছেড়ে দেয়া খুবই জরুরী, অন্যথায় আমারা কখনোই আমাদের সময় নেকীতে অতিবাহিত করতে পারবো না। খারাপ সহচর্য সময় নষ্ট করার অনেক বড় এবং সহজলভ্য একটি মাধ্যম। যদি আমরা শুধু উত্তম সহচর্য অবলম্বন করি এবং খারাপ সহচর্য থেকে সর্বদা বাঁচতে থাকি, তবে নিজের অনেকাংশ সময় বাঁচিয়েও নিবো এবং এতে নেকী করাতেও সফল হয়ে যাবে। যে নেকীর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে বা নেকীর জন্য সাহায্যকারী হবে, তার নিকট উঠাবসা, মেলামেশা করাকে উত্তম সহচর্য বলে। যেমনটি **নবী করীম রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উত্তম বন্ধুর চিহ্ন বর্ণনা করে ইরশাদ করেন: اِذَا رُؤُوْا ذُكِرَ اللهُ অর্থাৎ যাকে দেখে **আল্লাহ**কে স্মরণ আসে। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুয যুহুদ, ৬৭০ পৃষ্ঠা, হাদীস ৪১১৯) যারা মোবাইল, ইন্টারনেট, স্যোশাল মিডিয়া ইত্যাদি ব্যবহার করে, তাদের এই হাদীসে পাক সামনে রেখে ভাবা উচিৎ যে, এই বিষয়গুলো কি তার জন্য উত্তম বন্ধু হিসেবে প্রমাণিত হচ্ছে নাকি খারাপ বন্ধু। যদি খারাপ বন্ধু প্রামাণিত হয় তবে সাথে সাথে তা থেকে বিরত হওয়া উচিৎ। **আল্লাহ পাক** তৌফিক দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

উম্মতের সংশোধনের জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর কৃতিত্ব

اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই মুহূর্তে উম্মতকে নেকীর দিকে ধাবিত করা এবং সময়ের গুরুত্ব অনুধাবন করাতে **আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামী** গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আদায় করছে, বিশেষকরে উত্তম সহচর্য প্রদান করার যেই কৃতিত্ব **দা'ওয়াতে ইসলামী** আদায় করছে তা

নিজেই নিজের উদাহরণ। اَلْحَمْدُ لِلّٰه সুন্নাতের আকৃতিতে রূপান্তরিত হয়ে আশিকানে রাসূল সারা দুনিয়ায় নেকীর দাওয়াত প্রসার করাতে ব্যস্ত এবং বৈদ্যুতিক মুবাল্লিগ হিসেবে মাদানী চ্যানেল তো সকলের ড্রয়িং রুমে আছে, এছাড়াও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র স্যোশাল মিডিয়া ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে ইউটিউব, ফেইসবুক, ওয়াটসআপ এবং ইন্টারনেটে বিভিন্ন চ্যানেল বানানো হয়েছে, যার মাধ্যমে পৃথিবীর যেকোন কোণায় বসে ইলমে দ্বীন শিখা এবং আমলের প্রেরণা লাভ করার জন্য সাহায্য অর্জন করা যেতে পারে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র এই সকল ডিজিটাল সার্ভিস থেকে উপকৃত হওয়া এবং এর বিস্তারিত জানার জন্য আপনার মোবাইলে একটি এ্যপলিকেশন ***Dawat-e-Islami Digital Services*** **(দা'ওয়াতে ইসলামী** ডিজিটাল সার্ভিস) নামে ডাউনলোড করে নিন, এতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আইটি ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে প্রকাশকৃত সকল মোবাইল এ্যপলিকেশন, ওয়েবসাইট এবং এর সম্পর্কে বিবরণ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

নেক আমল নম্বর ৩০ এর উৎসাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** উম্মতের সংশোধনের মহান প্রেরণার অধিনে মুসলমানকে অধিকহারে নেকীর দিকে নেয়া এবং গুনাহ থেকে বাঁচানোর মহান কাজে সদা ব্যস্ত রয়েছে, অতএব আপনারাও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। সালাম করার জন্য পরিচিত হওয়া জরুরী নয় বরং কেউ আমাদের চিনুক বা না চিনুক তাকে সালাম করা উচিৎ, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه সালাম প্রসার করার উৎসাহ প্রদান করে নেক আমল নম্বর ৩০ এ বলেন: আপনি কি আজ ঘর, অফিস, বাস, ট্রেন ইত্যাদিতে আসতে যেতে এবং

গলি দিয়ে যাওয়ার সময় পথে দাঁড়ানো বা বসা মুসলমানদের সালাম দিয়েছেন?

সালামের সুন্নাতের উপর আমলকারীদের জন্য অসংখ্য ফযীলত ও প্রতিদানের সুসংবাদ রয়েছে। এই সুন্নাতের উপর আমলকারীর ফযীলত সম্বলিত **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী অবলোকন করুন: (১) যখন দু'জন মুসলমান পুরুষ সাক্ষাত করে এবং এর মধ্যে একজন তার বন্ধুকে সালাম করে, তবে তাদের মধ্যে **আল্লাহ পাকের** নিকট সবচেয়ে প্রিয় সেই হয়, যে তার বন্ধুর সাথে বেশি স্বতঃস্ফূর্ততার সহিত সাক্ষাত করেছে। অতঃপর যখন তারা মুসাফাহা করে তখন তাদের উপর ১০০টি রহমত অবতীর্ণ হয়ে থাকে, এর মধ্যে ৯০টি রহমত প্রথমে সালাম প্রদানকারীর জন্য আর ১০টি তার জন্য, যার সাথে মুসাফাহা করা হয়েছে। (মুসনাদে বাযযার, ১/৪৩৭, হাদীস ৩০৮) (২) প্রথমে সালাম প্রদানকারী অহঙ্কার থেকে মুক্ত। (শুয়াবুল ঈমান, ৬/৪৩৩, হাদীস ৮৭৮৬) (৩) মানুষের মধ্যে **আল্লাহ পাকের** অধিক নৈকট্যশীল সেই ব্যক্তি, যে তাদেরকে প্রথমে সালাম করে। (আবু দাউদ, ৪/৪৪৯, হাদীস ৫১৯৭)

খুদ্দামুল মাসাজিদ বিভাগ

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** ৮০টিরও অধিক বিভাগে দ্বীনের কাজ করছে, এই বিভাগগুলোর মধ্যে একটি বিভাগ হলো **"খুদ্দামুল মাসজিদ"**। এই বিভাগের অধিনে যেসকল এলাকায় মসজিদের প্রয়োজন হয় সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা হয়, সেখানে ইমাম, মুয়াজ্জিন, খতিব নিয়োগ এবং তাদের বেতনাদীও এই বিভাগের অধিনে হয়ে থাকে। এই বিভাগ আসলে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মসজিদের প্রতি ভালবাসা ও প্রেমের প্রতিফল, তাঁর

আগ্রহ হলো যে, মসজিদকে আবাদ করা, এর অনুমান এই বিষয়টি দ্বারাও করা যেতে পারে যে, তিনি **'দা'ওয়াতে ইসলামী'**কে মসজিদ ভরো কার্যক্রম ঘোষনা করে দিয়েছেন। তিনি মাঝে মাঝে সাপ্তাহিক ইজতিমা ও মাদানী মুযাকারায় মসজিদকে আবাদ করার উৎসাহ দিতে থাকেন। হায়! আমরাও যদি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ভাবনা অনুযায়ী মসজিদ বানানো ও মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে বুঝিয়ে মসজিদকে আবাদকারী হয়ে যেতাম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নখ কাটার সুন্নাত ও আদব

আসুন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পুস্তিকা **"১০১ মাদানী ফুল"** থেকে নখ কাটার সুন্নাত ও আদব শুনি: ✯ জুমার দিন নখ কাটা মুস্তাহাব। অবশ্য যদি বড় হয়ে যায়, তবে জুমার দিনের জন্য অপেক্ষা করবেন না। (দুররে মুখতার, ৯/৬৬৮) সদরুশ শরীয়া মাওলানা আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: বর্ণিত আছে; যে ব্যক্তি জুমার দিন নখ কাটবে, **আল্লাহ পাক** তাকে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করবেন এবং তিন দিন অতিরিক্ত অর্থাৎ দশদিন পর্যন্ত। (মু'জামু আওসাত, ৩/৩২৮, হাদীস ৪৭৪৬। বাহারে শরীয়াত, ৩/৫৮৩, ১৬তম অংশ) অন্য বর্ণনায় এটাও রয়েছে: যে ব্যক্তি জুমার দিন নখ কাটবে, তবে রহমতের শুভাগমন হবে এবং গুনাহ দূরীভূত হবে। (ওমদাতুল ক্বারী, ১৫/৯০) ✯ হাতের নখ কাটার পদ্ধতি পেশ করা হচ্ছে: সর্বপ্রথম ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুল থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে কনিষ্ঠা আঙ্গুলের নখ কাটবেন, তবে বৃদ্ধাঙ্গুল ছেড়ে দিবেন। এবার বাম হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুল থেকে শুরু করে

ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধাঙ্গুলের নখ কাটবেন। এখন সবশেষে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলের নখ কাটবেন। **(ইহইউল উলুম, ১/১৯৩)**

ঘোষণা

নখ কাটার অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং তা জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহন করুন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ الۡحَلِیۡمُ الۡکَرِیۡمُ سُبۡحَانَ اللّٰہِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبۡعِ وَرَبِّ الۡعَرۡشِ الۡعَظِیۡم

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم**:** যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**